কলকাতা উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৪ সালের সি. আর. আর. ২৮৫১

সঞ্জিতা দাস

বনাম

সোমনাথ দাস

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী অমর্ত্য ঘোষ

শ্রী সুজান চ্যাটার্জি

শ্রী সনাত কুমার দাস

শ্রী সৌর্যদীপ ঘোষ

শুনলাম- ৩০.০৬.২০২৩,১৪.০৭.২০২৩

বিচারঃ **২৬.০৯.২০২৩**

বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় .:-

১. হুগলির মাননীয় প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলির দ্বারা ২০০৬ সালের এম. সি মামলা নম্বর ১০৬-এর সাথে সম্পর্কিত রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত ২০১২ সালের ফৌজদারি প্রস্তাব নম্বর ১৩৩-এর সাথে সম্পর্কিত মাননীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, ২য় আদালত, হুগলির দ্বারা প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি নির্দেশ করা হয়েছে, যা ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে ২০০৬ সালের এম. সি মামলা নম্বর ১০৬-এর সাথে সম্পর্কিত, যা ২০১২ সালের ফৌজদারি প্রস্তাব নম্বর ১৩৩ খারিজ করে এবং ২০০৬ সালের এম. সি মামলা নম্বর ১০৬-এর সাথে সম্পর্কিত মাননীয় প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলির দ্বারা প্রদত্ত রায় ও আদেশকে নিশ্চিত করে।

২. আবেদনকারী বাদীপক্ষের আইনত বিবাহিত স্ত্রী বলে দাবি করেন, বিবাহ রেজিস্ট্রার, কালনা পৌরসভা, কালনা, বর্ধমানের সামনে বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪-এর অধীনে ২০০৫ সালের ২৩শে নভেম্বর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৩ . বিয়ের সময় আবেদনকারীর বাবা উত্তরদাতাকে বেশ কয়েকটি মূল্যবান জিনিস এবং উপহার দিয়েছিলেন।

৪. বিয়ের পর আবেদনকারীকে তার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

৫. ২০০৫ সালের ৩০শে নভেম্বর আবেদনকারী তার স্বামী (উত্তরদাতা)-এর সঙ্গে "আস্তোমঙ্গলা"-র জন্য তার বাবার বাড়িতে আসেন এবং তারপর ২০০৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর আবেদনকারীর বৈবাহিক বাড়িতে ফিরে আসেন।

৬. আবেদনকারীর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছনোর পর এবং কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, প্রতিবাদী এবং তার পরিবারের সদস্যরা আরও যৌতুকের দাবির জন্য আবেদনকারীকে উপদ্রব ও বিরক্তি সৃষ্টি করতে শুরু করে, তারা আবেদনকারীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনও করে এবং ফলস্বরূপ আবেদনকারীর বাবা আরও ১০,০০০ টাকা দিতে বাধ্য হন।

৭. এরপরে, উত্তরদাতা এবং তার পরিবার ধীরে ধীরে লোভী হয়ে ওঠে এবং এই ধরনের নিষ্ঠুরতার ফলস্বরূপ, আবেদনকারী ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬-এ কলনা পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে সম্বোধন করে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তার বৈবাহিক বাড়ির প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে, আবেদনকারী তার বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত বাবার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, যিনি এখন ১৩/বি, রাধানতীতে চৌধুরী রোড, কলকাতা-৭০০০১৫-তে বসবাস করছেন।

৮. আবেদনকারী সর্বদাই উত্তরদাতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং অবহেলিত ছিলেন।খাবার, থাকার ব্যবস্থা এবং ওষুধের বিষয়টি। উত্তরদাতা কখনই এর জন্য কোনও ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেননি। এই ধরনের অবহেলা ছিল এই সত্য সত্ত্বেও যে উত্তরদাতা তার ওষুধের ব্যবসা থেকে ১৫,০০০/- টাকার বেশি আয় করেছিলেন, "মেডিসিন ভিউ পয়েন্ট"-এর নামে এবং শৈলীতে যা ৩৬/৪৩, নিমচাঁদ মিত্র স্ট্রিট, আলমবাজার, বারানগর-এ অবস্থিত।

৯. আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে আইনি প্রতিকারের আশ্রয় নেন এবং হুগলির মাননীয় প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ২০০৬ সালের ১০৬ নং মামলায় ৫,০০০/- টাকার ভরণপোষণের আদেশের জন্য প্রতি মাসে আবেদন করেন।

১০. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ বিবেচনা করার পরে এবং এর পর উভয় পক্ষের মাননীয় অ্যাটর্নিদের শুনানিতে, মাননীয় প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলি ২০৮ মার্চ ২০১২-এ একটি রায় দিয়ে প্রতিযোগিতার আবেদন খারিজ করে দেন।

১১. ২০.০৩.২০১২ তারিখের রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হওয়া ২০০৬ সালের ১০৬ নং মামলার সাথে সম্পর্কিত হুগলির মাননীয় প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পাস হওয়া আবেদনকারী হুগলির ২২৪ নং অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯৭/৩৯৯ এর অধীনে ২০১২ সালের ১৩৩ নং ফৌজদারি প্রস্তাবের সাথে সম্পর্কিত একটি আবেদন দায়ের করেছেন।

১২. ২৫শে জুন, ২০১৪ তারিখে, হুগলির বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, দ্বিতীয় আদালতে উপরোক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদনটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের শুনানির পর, ২০১২ সালের ১৩৩ নং ফৌজদারি মোশন হিসেবে উক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করে দেন এবং ২০শে মার্চ, ২০১২ তারিখের বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলির রায় ও আদেশকে আরও বহাল রাখেন।

১৩. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেন যেঃ-

i. মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট এবং সেইসাথে আপিল কোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যটি নিঃস্ব ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি পরিমাপ হিসাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, এটি বা উদারভাবে এবং আবেদনকারীর পক্ষে গঠিত হয়েছে।

ii. মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট এবং সেইসাথে লার্নড আপিল কোর্ট বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে আবেদনকারী তার বৈবাহিক বাড়ির সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের আশায় কোনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করা থেকে বিরত ছিলেন।

iii. হুগলির মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২০০৬ সালের এম. সি. ১০৬ নিষ্পত্তি করার সময় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই রায় ও আদেশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, "..... এমনকি দিনের যখন সে তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে গেছে সে আগে কোনো অভিযোগ করেনি কোন কর্তৃপক্ষ পৌরসভা বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের কাছে যায় নি পঞ্চায়েত বা স্থানীয় থানায় কোনও এফ. আই. আর. দায়ের করে।"

তবে এটা রেকর্ডের বিষয় যে একই রায়ে ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশও পালন করা হয়েছে অন্য কথার মধ্যে যে "....

বিরোধের সূত্রপাত হয় যখন ও.পি. এবং তার পরিবারের সদস্যরা যৌতুকের আরও দাবির জন্য আবেদনকারীর উপর বিভিন্ন ধরণের ঝামেলা ও বিরক্তি সৃষ্টি করতে শুরু করেন এবং আবেদনকারীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালান যার জন্য আবেদনকারীর বাবাকে ১০,০০০ টাকা দিতে বাধ্য করা হয় কিন্তু বিপরীত পক্ষ লোভী হয়ে ওঠে এবং জোর করে আবেদনকারীকে তার বাবার কাছ থেকে আরও নগদ অর্থ আনতে বাধ্য করে। ফলস্বরূপ, আবেদনকারী ২৭.০২.২০০৬ তারিখে ও.সি., কালনা থানা-তে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

"সুতরাং, মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত সিদ্ধান্ত যে আবেদনকারী কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে তার অভিযোগগুলি রিপোর্ট করেননি তা কেবল ভুলই নয়, রেকর্ড করা উপকরণগুলিরও বিপরীত এবং তাই ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে বাতিল করা উচিত এবং বাতিল করা উচিত।

iv. আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ২০১২ সালের ১৩৩ নং ফৌজদারি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করার সময় হুগলির ২ নং অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২০০৬ সালের এম. সি. নং ১০৬-এ হুগলির মাননীয় প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত তারিখের একটি আদেশ দ্বারা। অতএব, মাননীয় জজের উক্ত রায় হুগলির মাননীয় প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত তারিখের রায় ও আদেশে উপস্থিত অনুরূপ দুর্বলতা এবং ত্রুটিতে ভুগছে। সুতরাং এটি বাতিল এবং/অথবা অবিলম্বে বাতিল করা উচিত।

v. বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং আপিল আদালত এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ভরণপোষণের মামলায় আবেদনকারীকে এমন কোনও দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে না যা প্রমাণ করে যে তাকে যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন এবং নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছিল যার কারণে তাকে তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।

Vi. মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট এবং আপিল কোর্ট বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে একবার কোনও ব্যক্তির উপার্জন করার ক্ষমতা থাকলে সে তার স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান বা অবহেলা করতে পারে না।

vii. বিজ্ঞ আদালত এবং আপিল আদালতের এটা উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে আবেদনকারীর আয়ের অন্য কোনও উৎস নেই এবং তিনি তার বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণরূপে তার বৃদ্ধ বাবার দানের উপর নির্ভরশীল।

viii. ২০০৮ সালের ১৫২ নং মামলায় হুগলির অতিরিক্ত জেলা জজের কাছে বিপক্ষ পক্ষ কর্তৃক দাখিল করা বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলাটি ২৮.০৯.২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং আবেদনকারী জীবিত থাকাকালীন অথবা পুনরায় বিবাহ না করার জন্য প্রতি মাসে স্থায়ী ভরণপোষণ হিসেবে ৬০০০/- টাকা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বিপক্ষ পক্ষ ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে এখন পর্যন্ত ভরণপোষণ প্রদান করেনি।

ix. পিটিশনকারী বলেছেন যে বিপরীত পক্ষ/স্বামী একটি সংশোধনী দায়ের করেছেন বাতিলের জন্য মাননীয় হাইকোর্টে আবেদন ধারার অধীনে 20১৫ সালের মামলা নং 189 অভিযোগ করা হচ্ছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ এ /৪০৬/৫০৬ /৩৪ হচ্ছে সি. আর. আর. নং ২০১৬ এর ৩৬৫৮ এবং এটি 0১ .0৩ .202৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল।

x. এ নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হলে বিপরীত পক্ষ ও তার পরিবারে সদস্যরাদরখাস্তকারীর জন্য বিভিন্ন উপদ্রব এবং বিরক্তির কারণ হতে শুরু করে আরও যৌতুকের দাবিতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালায় ,

আবেদনকারীর উপর যার জন্য আবেদনকারীর বাবা ১০,০০০/- টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু বিপরীত পক্ষ লোভী হয়ে ওঠে এবং তার বাবার কাছ থেকে আরও বেশি নগদ আনতে আবেদনকারীকে বাধ্য করে। ফলস্বরূপ, আবেদনকারী ২৭.০২.২০০৬-এ কালনা পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট ও আপিল আদালত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদেশ অন্যথায় আইনে খারাপ এটিকে উপেক্ষা করে এবং বিতর্কিত পাস করেন।

১৪. সুনীতা কচওয়াহা ও অন্যান্য বনাম অনিল কচওয়াহালের ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৬. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে কার্যধারাটি সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে কার্যধারায় আদালতের পক্ষে কে ভুল ছিল তা নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক বিরোধের সূক্ষ্ম বিবরণের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। যদিও, উচ্চ আদালত আবেদনকারী স্ত্রী এবং উত্তরদাতার মধ্যে বিরোধের জটিলতাগুলিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না এবং পর্যবেক্ষণ করে যে আবেদনকারী স্ত্রী নিজেই বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এবং তাই সে ভরণপোষণের অধিকারী ছিল না। হাইকোর্টের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ আবেদনকারী স্ত্রীর প্রমাণ এবং পারিবারিক আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা প্রকৃত ফলাফলগুলিকে উপেক্ষা করে।

৭. স্ত্রী কে ভরণপোষণের অনুমতি দেওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হল নিজেকে বজায় রাখতে না পারা। স্ত্রীকে অবশ্যই ইতিবাচকভাবে মেনে চলতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে সে নিজেকে বজায় রাখতে অক্ষম, এই সত্যের পাশাপাশি যে তার স্বামীর কাছে তাকে বজায় রাখার পর্যাপ্ত উপায় রয়েছে এবং সে তাকে বজায় রাখতে অবহেলা করেছে। তার সাক্ষ্য, আপিলকারী স্ত্রী বলেছে যে শুধুমাত্র তার অবসরপ্রাপ্ত বাবা-মা এবং ভাইদের সাহায্যের কারণে, সে

১ (২০১৪) ১৬ এস. সি. সি ৭১৫

সে নিজেকে এবং তার মেয়েদের দেখাশোনা করতে সক্ষম। যেখানে স্ত্রী বলে যে নিজেকে এবং মেয়েদের দেখাশোনা করতে তার অনেক কষ্ট হয়, যখন তার স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভাল,স্ত্রী ভরণপোষণের অধিকারী হবে। "

১৫. **রজনীশ বনাম নেহা ও অন্যান্য** এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ-

'' (ডি)ধারা ১২৫ ফৌজদারি কার্যবিধি,

৩২. ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির নবম অধ্যায়ে স্ত্রী, সন্তান এবং পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত কার্যধারার বিধান রয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে ভরণপোষণ দাবি করা যেতে পারে, যে ব্যক্তি যে ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই হোক না কেন। ১২৫ ধারার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হল আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক ত্রাণ প্রদান করা। ১২৫ ধারার অধীনে আবেদন দুটি শর্তের উপর নির্ভর করে: (১) স্বামীর পর্যাপ্ত সম্পদ আছে; এবং (২) স্ত্রীর ভরণপোষণে "অবহেলা", যিনি নিজেকে ভরণপোষণ দিতে অক্ষম। এই ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীকে স্ত্রীকে মাসিক অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন, যা উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ভিত্তিতে ভরণপোষণ প্রদান করা হয়।

৩৩. ধারা ১২৫ দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকারটি সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির এবং বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে মূল বিরোধগুলি হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৬-এর মতো যথাযথ কার্যধারায় একটি আইন আদালত/পারিবারিক আদালত দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৩৪. ভগবান দত্ত বনাম কমলা দেবী মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ধারা ১২৫ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে শুধুমাত্র একজন স্ত্রী যিনি "নিজেকে বজায় রাখতে অক্ষম" তিনিই ভরণপোষণ চাইতে পারেন। আদালত রায় দিয়েছেঃ (এসসিসি পৃষ্ঠা ৩৯২, অনুচ্ছেদ ১৯)

> *"১৯. এই বিধানগুলির উদ্দেশ্য হল অবাধ্যতা প্রতিরোধ করাএবং নিঃস্বতা, ম্যাজিস্ট্রেটকে কী তা খুঁজে বের করতে হবেজীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন যা*

২ (২০২১) ২ এস. সি. সি ৩২৪

বিলাসবহুল বা দরিদ্র নয়, তবে বিনয়ীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণপরিবারের মর্যাদার সঙ্গে। এর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা এই ধরনের মধ্যপন্থী জীবনযাপনের জন্য স্ত্রীকে মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে,শুধুমাত্র যদি তার পৃথক আয়ও বিবেচনায় নেওয়া হয় স্বামীর উপার্জন এবং তার প্রতিশ্রুতি। (জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৫. ২০০১ সালে ১২৫ ধারা সংশোধনের আগে খোরপোষ হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যেতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা ছিল "সামগ্রিকভাবে ৫০০ টাকা"। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০১ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা ৫০০ টাকার সর্বোচ্চ সীমাটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়ার আগে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সংশোধনী আইন "অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ" প্রদানের জন্য একটি স্পষ্ট বিধান চালু করে। আবেদনটি বিচারাধীন থাকাকালীন অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষের জন্য মাসিক ভাতা দেওয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ১২৫ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে, আদালতকে আদেশের তারিখ থেকে বা আবেদনের তারিখ থেকে ভরণপোষণ প্রদান করার বিবেচনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সংশোধিত ১২৫ ধারার তৃতীয় বিধানের অধীনে, অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ প্রদানের আবেদনটি অবশ্যই উত্তরদাতার নোটিশ জারির তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে যতটা সম্ভব নিষ্পত্তি করতে হবে।

৩৬. সংশোধিত ১২৫ ধারায় বলা হয়েছেঃ "১২৫। স্ত্রী, সন্তান এবং পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ-(১) যদি পর্যাপ্ত অর্থসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি অবহেলা করেন বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে অস্বীকার করেন-

(a) তার স্ত্রী, নিজেকে বজায় রাখতে অক্ষম, অথবা

(খ) তার বৈধ বা অবৈধ নাবালক সন্তান, তা সে বিবাহিতই হোক না কেন

অথবা নয়, নিজেকে বজায় রাখতে অক্ষম, অথবা

(গ) তার বৈধ বা অবৈধ সন্তান (বিবাহিত কন্যা নয়) যিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন, যেখানে এই শিশুটি কোনও শারীরিক বা মানসিক অস্বাভাবিকতা বা আঘাতের কারণে নিজেকে ভরণপোষণ করতে অক্ষম হয়, অথবা

(ঘ) তাঁর পিতা বা মাতা নিজের ভরণপোষণ করতে অক্ষম হন, তা হলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, এই ধরনের অবহেলা বা প্রত্যাখ্যানের প্রমাণের ভিত্তিতে, ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত বলে মনে করেন এমন মাসিক হারে তাঁর স্ত্রী বা সন্তান, পিতা বা মায়ের ভরণপোষণের জন্য মাসিক ভাতা দেওয়ার জন্য এবং ম্যাজিস্ট্রেট সময়ে সময়ে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে পারেন সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেট কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক মহিলা সন্তানের বাবাকে আদেশ দিতে পারেন, যতক্ষণ না সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, যদি ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হন যে, বিবাহিত অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে সন্তানের স্বামী পর্যাপ্ত অর্থের অধিকারী ননঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীনে ভরণপোষণের জন্য মাসিক ভাতা সংক্রান্ত মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন, ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে তার স্ত্রী বা সন্তান, পিতা বা মাতার অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় এই মামলার ব্যয়ের জন্য মাসিক অনুমতি প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সময়ে সময়ে নির্দেশিত ব্যক্তিকে তা প্রদান করতে পারেন:

আরও শর্ত থাকে যে, দ্বিতীয় শর্তের অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ এবং কার্যক্রমের ব্যয়ের জন্য মাসিক ভাতার জন্য আবেদন, যতদূর সম্ভব, উক্ত ব্যক্তিকে আবেদনের নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

ব্যাখ্যা।-এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে-

(ক) "নাবালক" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিধানের অধীনে ভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আইন, ১৮৭৫-এর (১৮৭৫-এর ৯); সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি বলে মনে করা হয়;

" (খ)" "স্ত্রী" "বলতে এমন একজন মহিলাকে বোঝায় যিনি তার স্বামীর দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন বা বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন এবং পুনরায় বিয়ে করেননি।"

(২) খোরপোষ বা অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ এবং কার্যধারার ব্যয়ের জন্য এই ধরনের কোনও ভাতা খোরপোষ বা অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষের জন্য আবেদনের তারিখ থেকে আদেশের তারিখ থেকে বা এইভাবে আদেশ দেওয়া হলে প্রদেয় হবে এবং কার্যধারার খরচ, যা-ই হোক না কেন।

(৩) যদি এইভাবে আদেশ দেওয়া কোনও ব্যক্তি -এর জন্য পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই ব্যর্থ হয়।আদেশটি মেনে চললে, আদেশের প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য, যে কোনও ম্যাজিস্ট্রেট জরিমানা ধার্য করার জন্য প্রদত্ত পদ্ধতিতে বকেয়া অর্থ ধার্য করার জন্য পরোয়ানা জারি করতে পারেন এবং পরোয়ানা কার্যকর হওয়ার পরে বকেয়া থাকা খোরপোষ বা অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ এবং কার্যধারার ব্যয়ের জন্য, যে কোনও ক্ষেত্রে, এই ধরনের ব্যক্তিকে পুরো বা প্রতি মাসের ভাতার যে কোনও অংশের জন্য কারাদণ্ড দিতে পারেন, যা এক মাস পর্যন্ত বা শীঘ্র পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কারাদণ্ডে পরিণত হতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে বকেয়া কোনও পরিমাণ আদায়ের জন্য কোনও পরোয়ানা জারি করা হবে না, যদি না বকেয়া হওয়ার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে এই পরিমাণ অর্থ আদায়ের জন্য আদালতে আবেদন করা হয়ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি এই ধরনের ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার সাথে থাকার শর্তে ভরণপোষণের প্রস্তাব দেয় এবং সে তার সাথে থাকতে অস্বীকার করে, তবে এই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট তার দ্বারা বর্ণিত প্রত্যাখ্যানের যে কোনও কারণ বিবেচনা করতে পারেন এবং এই ধরনের প্রস্তাব সত্ত্বেও এই ধারার অধীনে একটি আদেশ দিতে পারেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে এটি করার জন্য ন্যায্য কারণ রয়েছে।

***ব্যাখ্যা**-যদি কোনও স্বামী অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বা কোনও উপপত্নী রাখেন, তা হলে তা হিসাবে বিবেচনা করা হবে।তার স্ত্রীর তার সাথে থাকতে অস্বীকার করার জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি হতে হবে।*

(৪) কোনও স্ত্রী এই ধারার অধীনে তার স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ বা অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ এবং কার্যধারার ব্যয়ের জন্য ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন না, যদি তিনি ব্যভিচারের মধ্যে বসবাস করেন, বা যদি কোনও পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই তিনি তার স্বামীর সাথে থাকতে অস্বীকার করেন, বা যদি তারা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা থাকেন।

(৫) যে কোনও স্ত্রী যার পক্ষে এই ধারার অধীনে আদেশ দেওয়া হয়েছে সে ব্যভিচারের মধ্যে বসবাস করছে, বা যে পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই সে তার স্বামীর সাথে থাকতে অস্বীকার করে, বা তারা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদাভাবে বসবাস করছে, তার প্রমাণের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট আদেশটি বাতিল করবেন।

৩৭. **চতুর্ভুজ বনাম সিতাবতি** এই আদালত বলেছিল যে রক্ষণাবেক্ষণের কার্যধারার উদ্দেশ্য কোনও ব্যক্তিকে তার অতীত অবহেলার জন্য শাস্তি দেওয়া নয়, বরং দ্রুত প্রতিকারের মাধ্যমে পরিত্যক্ত স্ত্রীকে খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয় প্রদান করে তার অবাধ্যতা ও নিঃস্বতা রোধ করা। ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ১২৫ ধারাটি বিশেষত নারী ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি পরিমাপ, এবং সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ দ্বারা শক্তিশালী ১৫ (৩) অনুচ্ছেদের সাংবিধানিক বিস্তারের মধ্যে পড়ে।

৩৮. ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ১২৫ ধারার অধীনে কার্যধারা প্রকৃতিতে সংক্ষিপ্ত। **ভুবন মোহন সিং বনাম মীনা ও অন্যান্য**-এ এই আদালত রায় দিয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ১২৫ ধারা। বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া কোনও মহিলার যন্ত্রণা, যন্ত্রণা, আর্থিক যন্ত্রণা হ্রাস করার জন্য ধারণা করা হয়েছিল, যাতে সে নিজেকে এবং সন্তানদের ভরণপোষণ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেহেতু স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা স্বামীর পবিত্র কর্তব্য, তাই স্বামীকে শারীরিক শ্রমের মাধ্যমেও অর্থ উপার্জন করতে হত, যদি সে সক্ষম হয় এবং আইনে উল্লিখিত কোনও আইনত অনুমোদিত ভিত্তি ব্যতীত তার বাধ্যবাধকতা এড়াতে পারে না।

৩৯, বিবাহের অনুমান উত্থাপিত হয় কিনা যখন পক্ষগুলি একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি বসবাসের সম্পর্কের মধ্যে থাকে, যা

ধারা ১২৫ ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে একটি দাবির জন্ম দেয়। সুপ্রিম কোর্টের সামনে চানমুনিয়া বনাম বীরেন্দ্র কুমার সিং কুশওয়াহা এবং আনরে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে কোনও পুরুষ এবং একজন মহিলা দীর্ঘ সময়ের জন্য সহবাস করেছেন, বৈধ বিবাহের আইনি প্রয়োজনীয়তার অভাবে, এই জাতীয় মহিলা ভরণপোষণের অধিকারী হবেন। একজন পুরুষকে আইনি ফাঁকফোকর থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, প্রকৃত বিবাহের সুবিধা উপভোগ করে, এই ধরনের বিবাহের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা গ্রহণ না করে।"স্ত্রী" শব্দটিকে অবশ্যই একটি বিস্তৃত এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে হবে, এমনকি সেই মামলাগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেখানে একজন পুরুষ ও মহিলা যুক্তিসঙ্গতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে একসাথে বসবাস করছেন। বিবাহের কঠোর প্রমাণ ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে ভরণপোষণ মঞ্জুর করার জন্য পূর্বশর্ত হওয়া উচিত নয়। আদালত ২০০৩ সালে প্রকাশিত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কিত মালিমথ কমিটির প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করেছিল, যা সুপারিশ করেছিল যে কোনও পুরুষ ও মহিলা যুক্তিসঙ্গতভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য একসাথে বসবাসের প্রমাণ বিবাহের অনুমান করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

৪০. আইনটি বিবাহের পক্ষে এবং উপপত্নীত্বের বিরুদ্ধে অনুমান করে, যখন কোনও পুরুষ ও মহিলা বেশ কয়েক বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে সহবাস করে। বৈবাহিক কার্যধারার বিপরীতে যেখানে বিবাহের কঠোর প্রমাণ অপরিহার্য, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে কার্যধারায় প্রমাণের এই ধরনের কঠোর মানের প্রয়োজন নেই।

১৬. উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছিল যেঃ-

১২. বর্তমান মামলার তথ্যের প্রেক্ষাপটে, যা প্রকাশ করে যে ফৌজদারি কার্যবিধি ১২৫ ধারার অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষের আবেদনটি এখন সাত বছর ধরে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলির মুখোমুখি হয়েছে, কারণ স্ত্রী এর জন্য একের পর এক আবেদন পেশ করতে বাধ্য হয়েছিল সময়ে সময়ে প্রয়োগ, আমরা নির্দেশিকা তৈরি করা উপযুক্ত বলে মনে করি,

খোরপোষের বিষয়ে, যা খোরপোষের অর্থ প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষের অর্থ প্রদান, খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণের মানদণ্ড, যে তারিখ থেকে খোরপোষ প্রদান করা হবে এবং খোরপোষের আদেশের প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন আইনের অধীনে ওভারল্যাপিং এক্তিয়ারকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

খোরপোষের নির্দেশিকা/নির্দেশনা-

১৩. সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি পরিমাপ হিসাবে খোরপোষ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে নির্ভরশীল স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থিক সহায়তার জন্য সহায়তা প্রদান করা যায়, যাতে তারা নিঃস্বতা ও অবহেলায় পড়তে না পারে। ভারতের সংবিধানের ১৫ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ-

" ১৫(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই রাষ্ট্রকে নারী ও শিশুদের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করতে বাধা দেবে না।

ভারতের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা শক্তিশালী ১৫ (৩) অনুচ্ছেদ, যা মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকে পরিবর্তন আনতে রাজ্যের জন্য একটি ইতিবাচক ভূমিকার পরিকল্পনা করে, সময়ে সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়নের দিকে পরিচালিত করে।

১৪, বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার রমেশ চন্দর কৌশল বনাম বীণা কৌশল ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর রায়ে বলেছেন যে রক্ষণাবেক্ষণ আইনের উদ্দেশ্যঃ

" ৯. এই বিধানটি সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি পরিমাপ এবং বিশেষভাবে নারী ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত এবং অনুচ্ছেদ ৩৯ দ্বারা শক্তিশালী ১৫ (৩)-এর সাংবিধানিক পরিসরের মধ্যে পড়ে। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে আদালত দ্বারা নির্মাণের আহ্বান জানানো সংবিধির বিভাগগুলি ছাপানো নয়, বরং সামাজিক কার্যকারিতা সম্পন্ন করার জন্য প্রাণবন্ত শব্দ। মহিলা ও শিশুদের মতো দুর্বল অংশের জন্য সাংবিধানিক সহানুভূতির উদ্বেগজনক উপস্থিতি অবশ্যই ব্যাখ্যাকে অবহিত করতে হবে যদি এর সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা থাকতে হয়। সুতরাং, দুটি বিকল্পের মধ্যে সেই ব্যাখ্যাটি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব যা অগ্রগতির কারণ-অবহেলার কারণ।

১৫. খোরপোষের বিষয়ে যে আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি হল বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪ ("এস. এম. এ"), ১৯৭৩-এর ধারা ১২৫ এবং পারিবারিক সহিংসতা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫, ("ডি. ভি. আইন") যা নির্বিশেষে মহিলাদের জন্য একটি বিধিবদ্ধ প্রতিকার প্রদান করে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যক্তিগত আইন ছাড়া, তারা যে ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই হোক না কেন।

। . অতিরিক্ত এক্তিয়ারের বিষয়টি

১৬. পূর্বোক্ত এক বা একাধিক আইনের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণ দাবি করা যেতে পারে, কারণ এই আইনগুলির প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি একটি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র প্রতিকার প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন হিন্দু স্ত্রী হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ আইন ১৯৫৬ ("হামা") এর অধীনে ভরণপোষণ দাবি করতে পারেন, এবং হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ ("এইচএমএ") এর ২৪ এবং ২৫ ধারা প্রয়োগ করে বিবাহ বিচ্ছেদ বা বৈবাহিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মূল কার্যধারাতেও।

১৭. নানক চাঁদ বনাম চন্দ্র আগরওয়াল ও অন্যান্যের ক্ষেত্রে ২, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে 'ফৌজদারি কার্যবিধি এবং 'হামা'-র মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই। 'হামা'-র ধারা ৪ (বি) পুরনো 'ফৌজদারি কার্যবিধি' -এর ধারা ৪৮৮-এর বিধানগুলিকে বাতিল বা প্রভাবিত করবে না। এটি বলা হয়েছিল যেঃ

> "৪... উভয়ই একসঙ্গে দাঁড়াতে পারে। রক্ষণাবেক্ষণ আইন হিন্দুদের মধ্যে দত্তক গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত আইন সংশোধন ও বিধিবদ্ধ করার একটি আইন। আইনটি আগে যথেষ্ট অনুরূপ ছিল এবং কেউ কখনও পরামর্শ দেয়নি যে হিন্দু আইন, এই আইনটি শুরু হওয়ার ঠিক আগে কার্যকর ছিল, যতদূর পর্যন্ত এটি শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত, কোনওভাবেই ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ৪৮৮-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। দুটি আইনের পরিধি আলাদা।ধারা ৪৮৮ একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিকার প্রদান করে এবং সমস্ত ধর্মের সমস্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য এবং পক্ষগুলির ব্যক্তিগত আইনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। সম্প্রতি প্রশ্নটি এলাহাবাদ হাইকোর্টের সামনে রাম সিং বনাম রাজ্য৩ মামলায়, কলকাতা হাইকোর্টের সামনে মহাবীর আগরওয়ালা বনাম গীতা রায় ৪ মামলায় এবং পাটনা হাইকোর্টের সামনে নালিন্ত রঞ্জন বনাম কিরণ রানি৫ মামলায় এসেছিল। আমাদের মতে, তিনটি হাইকোর্ট সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে রক্ষণাবেক্ষণ আইনের ধারা 4(b) ধারা 488, Cr.P.C.-তে থাকা বিধানগুলিকে কোনওভাবেই বাতিল বা প্রভাবিত করে না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩. এ আই আর ১৯৬৩ সমস্ত ৩৫৫

৪. [১৯৬২] ২ কোটি এল. জে. ৫২৮ (ক্যাল)

৫. এ আই আর ১৯৬৫ প্যাট ৪৪২

১৮. যদিও এটি সত্য যে কোনও পক্ষকে এক বা একাধিক আইনের অধীনে আদালতে যেতে বাধা দেওয়া হয় না, যেহেতু প্রতিটি আইনের অধীনে ত্রাণের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, এটি সমানভাবে সত্য যে এই আইনগুলির একযোগে পরিচালনার ফলে বহু কার্যধারা এবং পরস্পরবিরোধী আদেশের দিকে পরিচালিত হবে। এর ফলে একচেটিয়া এখতিয়ারের অনিবার্য প্রভাব পড়বে। এই প্রক্রিয়াটিকে সুবিন্যস্ত করতে হবে, যাতে উত্তরদাতা/স্বামী বিভিন্ন আইনের অধীনে গৃহীত রক্ষণাবেক্ষণের ধারাবাহিক আদেশগুলি মেনে চলতে বাধ্য না হন। উদাহরণস্বরূপ, যদি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে পূর্ববর্তী কোনও কার্যধারায়, হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে বিবাহ ভেঙে দেওয়ার জন্য দায়ের করা পরবর্তী কার্যধারায়, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও অর্থ প্রদান করা হয়, যেখানে সেই আইনের ২৪ ধারার অধীনে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বা ২৫ ধারার অধীনে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও আবেদন দায়ের করা হয়, তবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় পূর্ববর্তী কার্যধারায় প্রদত্ত অর্থ অবশ্যই নোট করতে হবে এইচ. এম. এ-র অধীনে। "

১৭. **অঞ্জু গর্গ ও আরেকজন বনাম দীপক কুমার গার্গের** ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "শুরুতে, এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ১২৫ ধারাটি একজন মহিলার যন্ত্রণা, যন্ত্রণা এবং আর্থিক যন্ত্রণা হ্রাস করার জন্য কল্পনা করা হয়েছিল, যাকে বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়, যাতে ভুবন মোহন সিং বনাম মীনা ও অন্যান্য মামলায় এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, তাকে নিজের এবং সন্তানদের ভরণপোষণ করতে সক্ষম করার জন্য কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই মামলায় এই আদালত, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করার পরে, আইনটির নীতির পুনরাবৃত্তি করেছে যে কীভাবে ধারা ১২৫ ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে কার্যধারা আদালত দ্বারা মোকাবিলা করতে হবে।এটি নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ
>
> "দুখতার জাহান বনাম মহম্মদ ফারুক [(১৯৮৭) ১ এসসিসি ৬২৪:১৯৮৭ এসসিসি (সিআরআই) ২৩৭] মামলায় আদালত মতামত দিয়েছে যেঃ (এসসিসি পৃ. ৬৩১, অনুচ্ছেদ ১৬)
>
> ১৬। "... মনে রাখতে হবে, [বিধির] ১২৫ ধারার অধীনে কার্যক্রমগুলি সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির এবং এর উদ্দেশ্য হল নিঃস্ব স্ত্রী এবং সন্তানদের, তারা বৈধ হোক বা অবৈধ, দ্রুত ভরণপোষণ পেতে সক্ষম করা।"

৬. ৯০২২ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ১৩১৪

৮. বিমলা (কে.) বনাম বীরস্বামী (কে.) [(১৯৯১) ২ এস. সি. সি ৩৭৫:১৯৯১ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৪৪২] মামলার তিন বিচারপতির বেঞ্চ কোডের ১২৫ ধারার অধীনে মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মতামত দিয়েছে যেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৩৭৮, অনুচ্ছেদ ৩)

৩. "ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার উদ্দেশ্য হল একটি সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জন করা। উদ্দেশ্য হল অনাচার ও নিঃস্বতা রোধ করা। এটি পরিত্যক্ত স্ত্রীকে খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয় সরবরাহের জন্য একটি দ্রুত প্রতিকার প্রদান করে।"

৯. কীর্ত্তিকান্ত ডি ভদোদরিয়া বনাম গুজরাট রাজ্য/(১৯৯৬) ৪ এস. সি. সি ৪৭৯:১৯৯৬ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৭৬২/- এর দুই বিচারপতির বেঞ্চ কোডের ১২৫ ধারার পিছনে প্রভাবশালী উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করে রায় দিয়েছে যেঃ (এস. সি. সি পৃ. ৪৮৯, অনুচ্ছেদ ১৫)

১৫. '' ... বিধানের পরিধি এবং সুযোগ নিয়ে কাজ করার সময় কোডের ১২৫ ধারায় রয়েছে, এটি মনে রাখতে হবেপ্রভাবশালী এবং প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদান করা নারী, শিশু এবং দুর্বল পিতামাতা ইত্যাদি এবং নিঃস্বতা প্রতিরোধ এবং যারা তাদের সমর্থন করতে পারে তাদের বাধ্য করে ভবঘুরে নিজেদের সমর্থন করতে অক্ষম কিন্তু সমর্থনের জন্য একটি নৈতিক দাবি আছে। ধারা ১২৫ এর বিধানগুলি তাদের জন্য একটি দ্রুত প্রতিকার প্রদান করে। নারী, শিশু এবং নিঃস্ব অভিভাবক যারা ধারা ১২৫-এ অন্তর্ভুক্ত পরোপকারী বিধানগুলির পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে হল যে স্ত্রী, সন্তান এবং পিতামাতাকে দুর্দশা, নিঃস্বতা এবং অনাহারে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত নয়।

১০. চতুর্ভুজ বনাম সীতা বাট [(২০০৮) ২ এস. সি. সি. ৩১৬: (২০০৮) ১ এস. সি. সি. (সি. ডব্লিউ) ৫৪৭: (২০০৮) ১ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৩৫৬] মামলায় আদালতের আইনি অবস্থানের পুনরাবৃত্তিঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৩২০, অনুচ্ছেদ ৬)

6. "... ধারা ১২৫ ফৌজদারি কার্যবিধি এর সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি পরিমাপ এবং এটি বিশেষভাবে নারী ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত এবং যেমন উল্লেখ করা হয়েছে এই আদালতে ক্যাপ্টেন রমেশ চন্দ্র কৌশল বনাম বীণা কৌশল [(১৯৭৮) 4 এস সি সি ৭ 0 : ১৯৭৮ এস সি সি (সি আর আই) ৫০৮] এর মধ্যে পড়ে অনুচ্ছেদ ১৫ (৩) এর সাংবিধানিক ঝাড়ু অনুচ্ছেদ ৩৯ দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে ভারতের সংবিধান। এটি একটি সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বোঝানো হয়। উদ্দেশ্য হ'ল অস্বচ্ছলতা এবং নিঃস্বতা রোধ করা। এটি পরিত্যক্ত স্ত্রীর খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয়ের দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

এটি একজন পুরুষের তার স্ত্রী, সন্তান এবং পিতামাতাকে বজায় রাখার মৌলিক অধিকার এবং স্বাভাবিক কর্তব্যগুলিকে কার্যকর করে যখন তারা নিজেদের বজায় রাখতে অক্ষম হয়। উপরোক্ত অবস্থানটি সাবিতাবেন সোমাভাত ভাটিয়া ওভে হাইলাইট করা হয়েছিল। গুজরাট রাজ্য [((২০০৫) ৩ এসসিসি ৬৩৬:২০০৫ এসসিসি (সিআরআই) ৭৮৭]।

১১. সম্প্রতি নাগেন্দ্রপ্পা নাটিকার বনাম নীলাম্মা [(২০১৪) ১৪ এস. সি. সি. ৪৫২: (২০১৫) ১ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৪০৭: (২০১৫) ১ এস. সি. সি. (সি. ডব্লিউ) ৩৪৬]-এ বলা হয়েছে যে এটি একটি সামাজিক আইন যা এমন এক স্ত্রীকে ভরণপোষণের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত ত্রাণের ব্যবস্থা করে যে নিজেকে এবং তার সন্তানদের দেখাশোনা করতে অক্ষম।

১০. এই আদালত উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি করেছিল কারণ আদালত অনুভব করেছিল যে উক্ত মামলায় পারিবারিক আদালত উদ্দেশ্য ও কারণ এবং কোডের ১২৫ ধারার অধীনে বিধানগুলির চেতনাকে বাঁচিয়ে না রেখে কার্যধারা পরিচালনা করেছে। এই আদালত হাতে থাকা মামলায়ও এমন ধারণা সংগ্রহ করেছে। পারিবারিক আদালত আইনের মৌলিক অনুশাসনকে অবজ্ঞা করেছিল যে স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা স্বামীর পবিত্র কর্তব্য।স্বামীকে শারীরিক শ্রমের মাধ্যমেও অর্থ উপার্জন করতে হয়, যদি সে সক্ষম হয় এবং সংবিধানে উল্লিখিত আইনত অনুমোদিত ভিত্তি ব্যতীত তার বাধ্যবাধকতা এড়াতে না পারে। চতুর্ভু বনাম সীতা বাত-এ, এটি বলা হয়েছে যে রক্ষণাবেক্ষণের কার্যধারার উদ্দেশ্য কোনও ব্যক্তিকে তার অতীত অবহেলার জন্য শাস্তি দেওয়া নয়, বরং একটি পরিত্যক্ত স্ত্রীর দ্রুত প্রতিকারের মাধ্যমে খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয় প্রদান করে তার অবাধ্যতা ও নিঃস্বতা রোধ করা। এই আদালত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ধারা ১২৫ ফৌজদারি কার্যবিধি সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি পরিমাপ এবং বিশেষভাবে মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত। এটি ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (৩)-এর সাংবিধানিক পরিমাপের মধ্যেও পড়ে, যা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে শক্তিশালী করা হয়েছে।

১৮. উত্তরদাতার পক্ষে কেউ উপস্থিত হননি।

১৯. স্পষ্টতই, আবেদনকারী তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে তার বাবার বাড়িতে বসবাস শুরু করেছেন। স্বীকার করতে হবে যে, আবেদনকারী বেকার এবং তার জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনও উপায় নেই। বিপরীত পক্ষ/স্বামী তার বর্তমান পেশা নির্বিশেষে জীবিকা নির্বাহের জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম এবং বিরক্তি, চরিত্রের প্রতি উদাসীনতা এবং পরিত্যক্তার কারণে আবেদনকারীর দাবি খণ্ডন করতে পারবেন না।

২০. আবেদনকারী অসন্তোষ, বৈশিষ্ট্যের প্রতি উদাসীনতা এবং পরিত্যাগের ভিত্তিতে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাৎক্ষণিক মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, বিপরীত পক্ষ/স্বামীকে তারিখ থেকে প্রতিটি পরবর্তী মাসের ৭ ম দিনের মধ্যে আবেদনকারী/স্ত্রীকে প্রতি মাসে ৩,০০০/- টাকা প্রদান করতে হবে এই ক্রমটি পাস করা।

২১. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল জমা দিয়েছিলেন যে ভেঙে দেওয়ার জন্য একটি মামলা বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি বিরোধী পক্ষ দ্বারা মাননীয় অতিরিক্ত জেলা বিচারকের কাছে দায়ের করা হয়েছিল, হুগলি ২০০৮ সালের ম্যাট মামলা নং ১৫২ এবং এটি ২৮.০৯.২০১৬-এ অনুমোদিত হয়েছিল এবং আবেদনকারীর বেঁচে থাকার জন্য বা পুনরায় বিয়ে না করার জন্য স্থায়ী খোরপোষ হিসাবে প্রতি মাসে ৬,০০০/- টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে, বিপরীত পক্ষ ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে পর্যন্ত খোরপোষ দেয়নি।

২২. ধারা ১২৫ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে আবেদন আবেদনকারী দ্বারা এর আগে দায়ের করা হয়েছিল।২০০৮ সালের ১৯২ নং ম্যাট স্যুটের প্রতিষ্ঠান। যদি লার্নড ট্রায়াল কোর্ট বিবাহবিচ্ছেদের কার্যধারার অধীনে ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত খোরপোষের আগে ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত পরিমাণ প্রদান করে থাকে, তবে ফৌজদারি কার্যবিধি এর ধারা ১২৫ এর অধীনে ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত পরিমাণটি প্রাধান্য পেয়েছে।

২৩. এই আদেশ জারির তারিখ থেকে পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বিপরীত পক্ষ/স্বামীকে প্রতি মাসে ৩,০০০/- টাকা এবং পরবর্তী বছরের জন্য প্রতি মাসে আরও ১,০০০/- টাকা প্রদান করতে হবে যতক্ষণ না তিনি জীবিত থাকেন অথবা পুনরায় বিবাহ না করেন।

২৪. যেহেতু, ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ধারা ১২৫-এর অধীনে কার্যক্রমটি রজনীশ বনাম নেহা ও আনরে উপরে উল্লিখিত ওভারল্যাপিং এক্তিয়ারের বিষয়টি বিবেচনা করে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার আগে দায়ের করা হয়েছিল। (সুপ্রা) এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য একটি কার্যধারায় লার্নড ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বলে দাবি করা রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণের উপর প্রাধান্য পাবে।

২৫ . রজনীশ বনাম নেহা ও অন্য (সুপ্রা) সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি। (উপরে)

> *"৯৭. সুস্মিতা মোহান্তি বনাম রবীন্দ্র নাথ সাহু মামলায় উড়িষ্যা হাইকোর্ট বলেছিল যে আইনসভা অবহেলিত ব্যক্তিকে একটি সংক্ষিপ্ত, দ্রুত এবং তুলনামূলকভাবে সস্তা প্রতিকার প্রদান করতে চায়। যেখানে কোনও মামলা দীর্ঘায়িত হয়, হয় বিপরীত পক্ষের আচরণের কারণে, বা আদালতে ভারী ডকেটের কারণে, বা অনিবার্য কারণে, আদেশের তারিখ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করা অন্যায় এবং বিধানের উদ্দেশ্যের বিপরীতে হবে।*

২৬. ধারা ১২৫ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে আবেদনের তারিখ থেকে পূর্বোক্ত রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ প্রদান করা উচিত. আবেদনকারী/স্ত্রীকে প্রদত্ত পরিমাণের সমন্বয় সাপেক্ষে, যদি থাকে।

২৭. রায় প্রদানের তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে বিরোধী পক্ষ/স্বামী দ্বারা আবেদনকারী/স্ত্রীকে ২৪টি সমান কিস্তিতে বকেয়া প্রদান করা হবে বলে গণনা করা হয়েছে।

৭. (১৯৯৬) ১ ওএলআর ৩৬১

২৮. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১২ সালের ১৩৩ নং ফৌজদারি প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে হুগলির অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২ "৪ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ২৫.০৬.২০১৪ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নং ধারার অধীনে ২০০৬ সালের ১০৬ নং এম. সি. মামলার প্রেক্ষিতে হুগলির প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের প্রেক্ষিতে জারি করা এই আদেশটি ২০১২ সালের ১৩৩ নং ফৌজদারি প্রস্তাবকে খারিজ করে দেয় এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নং ধারার অধীনে ২০০৬ সালের ১০৬ নং এম. সি. মামলার প্রেক্ষিতে হুগলির মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ২০.০৩.২০১২ তারিখের রায় ও আদেশকে নিশ্চিত করে।

২৯. ২০১৪ সালের ২৮৫১ অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৩০. তদনুসারে, ২০১৪ সালের সি. আর. আর ২৮৫১ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩১. খরচ হিসাবে কোনও আদেশ নেই।

৩২. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পালনের জন্য মাননীয় ট্রায়াল কোর্টের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

৩৩. সমস্ত পক্ষ যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে, এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly